জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 14 ❑ 22 June, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ALANKAR

অলঙ্কার

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

যশোহর রোড • বনগাঁ

M : 9733901247

৩ কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

চাপা সন্ত্রাসের অভিযোগ বিরোধীদের

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁয় তিনটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল। বনগাঁর ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাসানপোতায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল প্রার্থী হাসিনা বিবি।

অন্যদিকে বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই তৃণমূল প্রার্থী গিয়াস উদ্দিন মন্ডল এবং মুর্শিদা বিশ্বাস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছেন।

এই দুই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিজেপি মনোনয়ন জমা দিলেও পরবর্তীতে তারা মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়। অন্যদিকে, চাপা সন্ত্রাসের কারণেই বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মন্ডল অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে বিজেপি প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিজেপির এমন অবস্থা এখন নেই যে প্রার্থী দিতে পারবে না, সব ক্ষেত্রেই ভয় দেখিয়ে প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে তৃণমূলের বনগাঁ জেলা নেতৃত্ব। ছবি ঃ নিজস্ব

সিপিআইএম নেতা পীযুস কান্তি সাহা বলেন, বনগাঁ ব্লকে ৩৭৩টি আসনের মধ্যে তিনটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছে তৃণমূল, এটা কোন বড় বিষয় না। এই তিনটি কেন্দ্রে চাপা সন্ত্রাসের কারণে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি।

রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের শতাধিক দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ নিয়ে উত্তেজনো ছড়ালে এলাকায়। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত ভাই কালীতলা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনগাঁ থানার পুলিশ।

স্থানীয় তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেহ্ন সম্প্রতি নব জোয়ার কর্মসূচিতে গাইঘাটায় এসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সে কারণে বনগাঁর বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার দু'ধারে দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল। শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ পুরাতন বনগাঁ সাতভাই কালীতলা এলাকায় রামনগর রোডের দু-পাশের পতাকাগুলি ছেঁড়া অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা।

কালুপুর পঞ্চায়েতের সদস্য তৃণমূল নেতা সুভাষ শীল বলেন, 'শতাধিক পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই কাজ বিরোধীদের। এই ঘটনায় যারা যুক্ত আছে তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'' অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে স্থানীয় বিজেপি এবং সিপিএমের পক্ষ থেকে। তাদের বক্তব্য, 'ভোটের আগে অশান্তি পাকানোর জন্য জনগণের সিমপ্যাথি আদায়ের জন্য নিজেরাই নিজেদের পতাকা ছিঁড়ে অন্যদের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে ভাঙন

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে বিজেপি শিবিরে বড়সড় ভাঙন ঘটলো বনগাঁ ব্লকের সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ওই এলাকার বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হারাধন বাগ সদলবলে যোগ দিল তৃণমূলে।

শনিবার সন্ধ্যায় বনগাঁ তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে হারাধন বাবুর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান সৌমেন ঘোষ।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, হারাধন বাবুর সঙ্গে এদিন প্রায় ৭০ টি পরিবারের সদস্যরাও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তৃণমূলে যোগদান করার পর হারাধন বাবু বলেন, 'বিজেপি একটা উচ্ছৃংখল দল। বেশ কিছুদিন আগেই বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলাম। এলাকার মানুষের সুখে দুখে পাশে থাকবো এবং এলাকার উন্নয়নের শরিক হব। সে কারণেই তৃণমূলে যোগদান করলাম।''

বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, অনেকদিন আগে থেকেই হারাধন বাবু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, হারাধন বাবুর আসনটি এবার মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে। তিনি নিজে দাঁড়াতে পারেননি তাই নিজের স্বার্থে, অতিরিক্ত লোভের কারণে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। এতে বিজেপির কোন ক্ষতি হবে না।

ঠাকুরনগর কাণ্ডে হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরী হওয়া

সিটের উপর ভরসা নেই ঃ শান্তনু

প্রতিনিধি ঃ ১১ই জুন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাইঘাটার মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে আসাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম ঘটেছিল। মতুয়াদের গোলমাল বিজেপি তৃণমূলে পরিণত হয়েছিল। দুপক্ষের অনেকে আহত হয়েছিল।

বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ওই ঘটনায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মঙ্গলবার হাইকোর্ট তার রায়ে নির্দেশ দেন, বিশেষ তদন্তকারী দল সিট গঠন করে ঘটনার তদন্ত করতে হবে। এই সিটের উপর ভরসা নেই বলে জানিয়ে দিলেন শান্তনু ঠাকুর। মঙ্গলবার গাইঘাটা ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন শান্তনু। সেখানে তিনি বলেন সিটের উপর কোন ভরসা আমার নেই। কারণ, আমার অভিযোগ রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে। রাজ্য পুলিশ ঘটনার তদন্ত করবে। ফলে এতে কোন লাভ হবে না বলেই আমার মনে হয়। বিষয়টি দেখে নিয়ে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।

এদিন তিনি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংজ্ঞাধিপতি তথা বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, 'প্রয়াত বড়মাকে মমতা ঠাকুর হত্যা করেছে সম্পত্তির লোভে। তাছাড়া মমতা ঠাকুরের স্বামী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের মৃত্যু ছিল রহস্যজনক।''

শান্তনুর অভিযোগের বিষয়ে মমতা ঠাকুর পরে বলেন, ২০১১ সাল থেকে বড়মাকে সেবা সুশ্রূষা করেছে সেটা সকলেই জানে। শান্তনু ঠাকুর তো কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। বিশাল ক্ষমতা! উনি বড়মা এবং কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল তা নিয়ে সিবিআই তদন্ত করান। তাহলেই সত্যিটা সামনে আসবে। ওর পরিবারই বরঞ্চ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের উপরে বারবার আঘাত করেছে। পারিবারিক বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না।

মতুয়ারা সুদে আসলে শিক্ষা দেবেন ঃ শুভেন্দু

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন। ওই সফরকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে মারপিট গোলমাল এর ঘটনা ঘটে। সেদিন মতুয়া

ঠাকুর বাড়িকে অপবিত্র করেছেন বলে দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপালনগর এর ভান্ডারকোলায় পঞ্চায়েতে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে নিজের ভাষণে শুভেন্দু বলেন, 'মতুয়া-ধামকে আক্রমণ করে গিয়েছেন ভাইপো এবং পুলিশ। মতুয়াধামকে অপবিত্র করা হয়েছে। মানুষ ভোট দেওয়া সুযোগ পেলে সুদে আসলে তুলবেন। এদিনের বক্তব্যে আগাগোড়া মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোলাবাজ ভাইপোর পিসি বলে উল্লেখ করেন। এরকম মুখ্যমন্ত্রী ভূ- ভারতে আর নেই বলে দাবি করেন।

তৃণমূল আন্তর্জাতিক পার্টি হয়ে গিয়েছেন বলেও কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা।

তৃতীয় পাতায়...

জলকাদায় মাখা মাখি চাঁদপাড়া- ঠাকুরনগর সড়ক

নীরেশ ভৌমিক ঃ বর্ষা মরসুমের শুরুতেই শুরু হয়েছে পানীয়জল সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানোর কাজ। গাইঘাটা ব্লকে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলেকায় পাইপ লাইন বসানো হয়েছে। সম্প্রতি চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়কে রাস্তার ধারেই মাটি খুঁড়ে বসানো হয়েছে মোটা মোটা জলের পাইপ। জে সি বি দিয়ে মাটি খোঁড়ায় গর্ত থেকে উঠে এসেছে প্রচুর মাটি। সেই মাটি চলে এসেছে পাকা সড়কের উপর। গ্রীষ্মের দাবদাহের কদিন রৌদ্রের প্রচন্ড তাপে মাটি ধুলোয় পরিনত হয়। গাড়ি ঘোড়া যাতায়াতে ধুলোর ঝড় উঠত। সমস্যায় পড়ছিলেন রাস্তায় চলাচলকারী মানুষজন সহ রাস্তার ধারের বাসিন্দারা।

বর্তমানে বর্ষা একটু শুরু হতেই আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু মাটি রাস্তার উপর চলে আসায় বর্ষার জলে তা ভিজে কাদায় পরিনত হয়েছে। পিচ্ছিল হয়ে উঠছে পাকা সড়ক। ফলে এবারও সমস্যার সম্মুখিন এই পথে যাতায়াকারী মানুষজন, সেই সঙ্গে যানবাহন ও তার উপর রাস্তার ধারের সেই গর্ত আলগা মাটি দিয়ে ভরাট

তৃতীয় পাতায়...

পড়ুন পড়ান

সার্বভৌম সমাচার

বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

https://www.sarbabhaumasamachar.in/

Behag Overseas

Complete Logistic Solution

(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১৪ ❐ ২২ জুন, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

ভোট যেন নরকের কানাগলি

আমরা সকলেই অবগত আছি যে আগামী ৮ই জুলাই ভোট। মানে পঞ্চায়েত ভোট। ওইদিন মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তবে ভোটের কথা আসলেই বেশ কিছু চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক, বিভিন্ন দলের ভোটের ব্যস্ততা, সব দলের ছক কষার অঙ্ক আর চায়ের দোকানে, বাসে-ট্রামে, ট্রেনে, রকে, হাটে-বাজারে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের বাপান্ত করা।

তবে ডিটেলসে যাওয়ার আগে বর্তমানের কিছু ছবি আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরি। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে দেখছি, ভোট এলেই একটা না একটা খুন মাস্ট, ছক যেন আগে থেকে তৈরি করা। আমার লোকবল আছে, আর্থিক ক্ষমতা আছে, অতএব, 'আই অ্যাম দা টপ বস।' বেশি ট্যাফু করলেই ভীতরামবাসী, মানে গয়া গঙ্গা। কোনও মায়ের কোলশুন্য হয়ে গেল সেদিকে নজর নেই। মিডিয়ার সামনে গরম গরম বক্তব্য রেখে পাবলিককে আরো গরম করে ভোটের বাজারে নিজের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা।

চলে আসি আরও ২৫ বছর আগে, তখন ভোট ছিল উৎসবমুখী। এ দলের ও দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্ব, আপ্যায়ন, হাসিমুখে আলিঙ্গন একেবারে দেখার মত। দু'দলের র‍্যালি বেরিয়েছে, কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করছে না। ফাটাফাটি স্লোগানে দু'দলই মুখর। কিন্তু অসভ্যতাটা নেই। ভোটের সময় বাড়ির গৃহকর্তারা তাড়াতাড়ি বাজার করে গিন্নির হাতে তুলে দিয়ে ড্রয়িং রুমে হাজির, এখানে পাড়ার কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের নির্ভেজাল আড্ডায় যোগ দেওয়া। আড্ডার মধ্যে বিভিন্ন দলের মানুষ আছেন। কিন্তু অসভ্যতাটা নেই, ভোটের দিনে প্রায় বাড়িতে এই দৃশ্যটা চোখে পড়তো।

এবার আসি ভোট কেন্দ্রে। মানুষ সারিবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনও তাপ উত্তাপ নেই। প্রায় সবার মুখে হাসি। কি পুরুষ, কি মহিলা, লাইনের মধ্যে কুশল বিনিময়ের পালা চলত। কিন্তু এখন কত তাড়াতাড়ি বুথের ভেতর গিয়ে ভোটটা দিতে পারব, এইরকম টেনশনে থাকে মানুষ। কারণ এই বুঝি শুরু হয়ে যেতে পারে বোমাবাজি, গুলিবর্ষণ। তবে এর থেকে মারাত্মক বিভীষিকাময় ছিল ৭০-এর দশকের সন্ত্রাস। সন্ত্রাস শুরু এখান থেকেই। যাই হোক, তখনকার সময় বিভিন্ন দলের এজেন্টরা বসে আছেন, তবে বন্ধুত্বের মত। অমুক দলের চা এসেছে কিন্তু সবাই সেই চা খাচ্ছেন আনন্দের সাথে। দুপুরে লাঞ্চ একদলের প্যাকেটে চারটে লুচি, আলুর দম, একটা মিষ্টি। অন্যদলের প্যাকেটে বাসন্তী পোলাও, আলুর দম, একটা ভাজা মিষ্টি। কুছ পরোয়া নেই। সবাই মিলে মিশে ভাগ বাটোয়ারা করে খাচ্ছে। কোন শত্রুতা নেই কারো সাথে। এমনকি প্রিজাইডিং অফিসার সহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা সবাই একসাথে লাঞ্চ সারছেন। কিন্তু কোনও গন্ডগোল নেই। একটা অদ্ভুত বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ।

কিন্তু এই দৃশ্য এখন কোথায়? প্রতিমুহূর্তে মনে হয় ভোট যেন নরকের কানাগলি। অদ্ভুত এক থমথমে পরিবেশ। এই দম বন্ধ করা গুমোট আবহাওয়া কবে কাটবে! প্রশ্নটা রইল।

খোলা চিঠি

আমাদের সামাজিক ব্যাধিগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহ এখনও অনেক জায়গাতেই সক্রিয়। গ্রামাঞ্চলে এটা প্রকট। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের কিছু অভিভাবক মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়াটাকে শ্রেয় মনে করছেন। ভবিষ্যতের আর্থিক অনিশ্চয়তায় বাবা-মায়েরা সচ্ছল অবস্থাতেই মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগছেন। যা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এটি যেমন মেয়েদের মানসিক পরিপক্বতা অর্জনে বাধাগ্রস্ত করে, অন্যদিকে অল্প বয়সে সন্তান ধারণের ফলে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়। এমনকি অনেক সময় নানান জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের অকালে মৃত্যুবরণও করতে হয়। তাই এই বাল্যবিবাহ অভিভাবকদের কাছে সমাধানের পথ মনে হলেও আসলে তা শুধু জটিলতাই সৃষ্টি করে। অনেক সময় এর ফলে একটি মেয়ে পারিবারিক দায়দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে না পারায় তার মধ্যে একধরনের হতাশা ও ভয়-ভীতি তৈরি হয়। অনেকে আবার অল্প বয়সের দরুন নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। যা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টির একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তার চেয়ে বড় কথা হলো স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকা একজন মা কোনোদিনই একজন স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। বিকলাঙ্গ ও অপরিপুষ্ট সন্তান জন্মের আশঙ্কাই বেশি। তাই বাল্যবিবাহ একধরনের অপরাধও বটে। সুতরাং প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত বাল্যবিবাহের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। না হলে আমরা আরও পিছিয়ে পড়বো।

শ্রী কালিরঞ্জন রায়
প্রধান শিক্ষক,
ঝাউডাঙ্গা সম্মিলনী হাই স্কুল (উঃ মাঃ)

নচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

সোমনাথ থেকে দিউ-এর পথে

অজয় মজুমদার

১৯শে অক্টোবর ২০২২ আমরা সোমনাথ থেকে দিউ-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ৮টায় রওনা হয়ে বেলা ১১টায় দিউ পৌঁছাই। আমরা উঠলাম হোটেল গ্যালাক্সিতে। সোমনাথ থেকে দিউ- এর দূরত্ব ৮৪ কিলোমিটার। গ্যালাক্সি হোটেলটি দিউ বাসস্ট্যান্ডের কাছেই। বাস স্ট্যান্ডের সামনের দিকে তাকালেই আরব সাগর দেখা যাবে। এই হোটেল অনেকেরই পছন্দ হয়নি। কারণ এখানে সিঁড়িগুলি খাড়া খাড়া; তাছাড়া লিফট ছিল না। সংকীর্ণ সিড়ি। তবে ঘরের জানলা দিয়ে বিস্তির্ণ আরব সাগর দেখা যায়। ওখানে ৫০ টাকার বিনিময়ে সারাদিন সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের পারিবারিক দল থেকে একটা সাইকেল ভাড়া নিয়েছিল। যখন তখন বাজার যাওয়ার জন্য। সেই সাইকেলে অনেকটাই ঘুরে এলাম। লাঞ্চ সেরে দুপুর আড়াইটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়ি দর্শনীয় স্থান দেখার জন্যও।

দিউ পশ্চিম ভারতে একটি ছোট এলাকা। দমন গঙ্গা নদীর মুখে একটি ছোট্ট শহর। আর দিউ গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট্ট দ্বীপ। গোয়া এবং দাদরা ও নগর হাভেলি সহ দুটি ছিট মহল ১৫৩৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত

পর্তুগিজ শাসনের অধীনে ছিল। পরে ভারত সরকার তাদের পুনরুদ্ধারে সামরিক পদক্ষেপ ব্যবহার করেছিল। গোয়া নিজে থেকেই একটি রাজ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি গোয়া দমন এবং দিউ এর বৃহত্তম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে ছিল। দমন ও দিউয়ের অন্তর্গত দমন জেলার শহর। দমন ও দিউয়ের অন্তর্গত দিউ জেলা শহর দিউ দ্বীপে অবস্থিত। এটি তার পুরনো দুর্গ ও পর্তুগিজ ক্যাথিড্রালের জন্য বিখ্যাত।

দিউ ফোর্ট— এই ফোর্টটি আকর্ষণীয় স্থান। ভারতের পশ্চিম উপকুলে অবস্থিত একটি পর্তুগিজ ভারতের প্রতিরক্ষামূলক দুর্গের অংশ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। ১৫৩৫ সালে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ এবং সম্রাট হুমায়ুন যখন পর্তুগিজদের দ্বারা একটি প্রতিরক্ষা মৈত্রী গড়ে তোলেন তখন দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল'। দুর্গটি দিউদ্বীপের পূর্বে প্রান্তে ভারতের প্রতিরক্ষামূলক দুর্গের অংশ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।

দিউ একটি মাছ ধরার শহর। বর্তমান দিউ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। জেলা কালেক্টর সালনী রাই আইএএস। এলাকা চল্লিশ কিলোমিটার, ১৯১১ সালে জনসংখ্যা ৫২,০৭৬-এর দিউ- তে একটি কলেজ আছে। সমুদ্র সৈকতগুলির মধ্যে বিখ্যাত নাগোয়া সমুদ্র সৈকত ও অন্যান্য সৈকত হলো ঘোগলা, জলন্ধর, চক্রতীর্থ এবং গোমতীমাতা। ওল্ড দিউ তার পর্তুগিজ

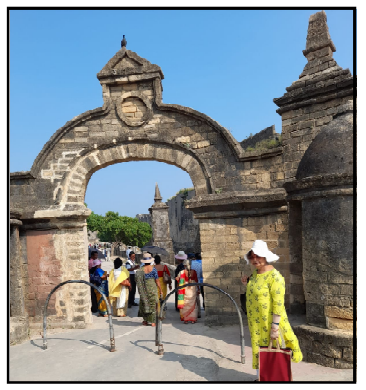

স্থাপত্যের জন্য পরিচিত। দিউ দুর্গ জেলা সবচেয়ে দর্শনীয় ল্যান্ডমার্ক। দুর্গটি সমুদ্রের পাশে একটি টিলার উপর নির্মিত। তিনটি পর্তুগিজ বারোক গির্জা রয়েছে, যার মধ্যে সেন্ট পলস চার্চ ১৬১০ সালে তৈরি হয়েছিল। সেন্ট থমাস চার্চ একটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ১৯৫৩ সালে নির্মিত। এখন এটি হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার হয়। এ ছাড়া রয়েছে জলন্ধর সমুদ্র সৈকতের কাছে নাইদা গুহা, গঙ্গেশ্বর মন্দির। দিউ প্রধানত সাদা বালির সৈকতের জন্য বিখ্যাত।

নাগোয়া সমুদ্র সৈকতটি দেখার মত। স্বচ্ছ নীল জল এবং সাদা বালি, দোলাতে থাকা পাম গাছের সাথে হাওয়াইয়ের মতে বিদেশি পরিবেশ তৈরি করে। পাম গাছের পাশাপাশি রয়েছে হোকা গাছ, যা দিউতে একচেটিয়া। এই সমুদ্র সৈকতে সাঁতার কাটা নিরাপদ বলে মনে করা হয় ও নাগোয়া সৈকতে নানা ধরনের আশইকাতে নানা ধরনের রাইডিং রয়েছে। বেলুন ওড়া, ওয়াটার স্কুটার, স্পিডবোট ও নানা ধরনের রাইডিং। আশেপাশে প্রচুর হোটেল ও ড্রিংক্স্ এবং আইসক্রিম পার্লার রয়েছে।

পৃথকভাবে দিউ-তেই বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ স্থান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেভাবে কোন হোটেল বা ভ্রমণের আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেনি। প্রকৃতি দেবী উজাড় করে সম্পদকে দান করেছে— দেখতে হবে দু'চোখ ভরে। সন্ধ্যার পর আমরা হোটেল গ্যালাক্সিতে ফিরে গেলাম ও রাতে খাওয়ার পর অনেকটা দিউ-য়ের রাস্তায় হাঁটলাম। এখানে সামনেই একটা উৎসব আছে তার প্রস্তুতি চলছে।

সখের নাট্যশালা থেকে আজকের গ্রুপ থিয়েটার

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে, ১৭৫৩ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ থিয়েটার পর্ব। ১৮২৮ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত নব্য শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা প্রচুর পরিমাণে শেক্সপিয়রের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সখের নাট্যশালা ও জমিদারি থিয়েটারের যুগ। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার এবং সাধারণ থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। কীভাবে সেদিনের সখের নাট্যশালা থেকে গ্রুপ থিয়েটার হল সে সম্পর্কে কলম ধরলেন— নির্মল বিশ্বাস।

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

নাট্যকার উইলিয়ম সেক্সপিয়র কোনো এক সময় বলেছিলেন, 'কোনও শহরকে চেনা যায় সেই শহরের থিয়েটার মঞ্চগুলির দিকে তাকালে।'' সেদিনের সে কথা আজও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই— শ্যামবাজারের নবীন বসুর নাট্যশালায় আজও যেন 'বিদ্যাসুন্দর' পালার অভিনয় হয়ে চলেছে। বাবু প্রসন্ন ঠাকুর আজও যেন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন হিন্দু থিয়েটারের মুখে। আজও যেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলকাতার এ মঞ্চ থেকে সে মঞ্চে ছুটে বেড়াচ্ছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ বারের মতো উচ্চারণ করছেন ডি এল রায়ের 'সাহাজান' নাটকের শেষ সংলাপ'...আর ভাবতে চেষ্টা কর এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস— সে তত খারাপ নয়। জাহানারা !' অস্তিত্বের সঙ্কট ভুলে আজও থিয়েটারকে ঘিরে বেঁচে রয়েছেন এই সমস্ত গুণী শিল্পীরা। তেমনই বেঁচে থাকবেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, শাঁওলি মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মতো কতো গুণীশিল্পীরা।

সেদিনের উৎপল দত্ত থেকে আজকের ব্রাত্য বসু। গ্রুপ থিয়েটারের যে পরম্পরা তা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কোনো প্রতি দায়বদ্ধ। সমাজের প্রতিটি ওঠাপড়ায় এই গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীরা যে তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। উপরিতল বাস্তবতার নিরিখে এ চিত্র আঁকা যায়, আবার ঘটনাগুলির অবান্তর বাস্তব সত্যকেও দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা যায়। একাজ কীভাবে করবেন তা শিল্পীর নিজস্ব বিষয়। আজকের সময়ের দাবি, তাঁদের মান্য করা উচিত।

শিল্পী যেহেতু "মানব আত্মার কারিগর"

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতোই গ্রুপ থিয়েটারের ওঠানামা, ঘাত-প্রতিঘাত দিকনির্ণয় করছে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে। একথা নাট্য অনুরাগীরা সগর্বে দাবি করতে পারেন।

শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সমাজের সেজন্য দক্ষতার সঙ্গে এই ছবি চিত্রায়িত করতে হলে অবশ্যই ঘটমান বিষয়ের সঙ্গে ছবি হবে।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশক ছিল গ্রুপ থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। তখনই বাস্তব ক্ষেত্রে তৈরি হতো শ্রমদরদী মানুষের জন্য নাটক। সে সময়ে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, তরুণ রায়, দিপান্বিতা রায়-এর মতো এই সকল দিকপাল নাট্যকার অভিনেতা অভিনেত্রীগণের উপস্থিতিতে ঝলমল করত আমাদের কলকাতার নাট্যমঞ্চগুলি। "রক্তকরবী" নাটক ও তেমনই ধনঞ্জয়ের লেখা নাটক "এক পেয়ালা কফি" আজ আর সম্ভব নয়। আজকের যুগে দলের থেকে ব্যক্তিনির্ভর গোষ্ঠী বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের বড় বড় নাট্যদলগুলি ভেঙে ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন দল বা গোষ্ঠী। কিন্তু তাঁরাও সেভাবে দর্শকদের আশার আলো দেখাতে পারছেন না।

আজকের দুরদর্শন বা বিভিন্ন চ্যানেলগুলির মারাত্মক সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক আক্রমণে এবং তার সম্মোহনী ক্ষমতায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন সমাজের বৃহদাংশের মানুষ। মূল্যবোধ সম্পর্কে শিথিল মনোভাব গড়তে সাহায্য করা হচ্ছে। সংগ্রাম বিমুখতা, আত্মকেন্দ্রিকতা বাসা বাঁধছে মানুষের মনে। কোনো কোনো অংশে শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লাভালাভের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। নাট্যকর্মীদের কাছে টালিগঞ্জ বা টিভি অনেকটা বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ, এখন হল ভঙ্গি দেখিয়ে ভোলাবার যুগ। ছবি সৌজন্যে- গুগুল

পরবর্তী সংখ্যায়

মনোনয়ন প্রত্যাহার শ্যামলের, কটাক্ষ বিরোধীদের

প্রতিনিধি ঃ জেলা পরিষদের প্রার্থী পদ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করল বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান শ্যামল রায়। সোমবার তিনি বনগাঁ মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন।

দিন কয়েক আগে বনগাঁতে চার নম্বর জেলা পরিষদের আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তৃণমূলের দু'জন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের ছেলে শুভজিৎ দাস। আর একজন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান শ্যামল রায়। জেলা পরিষদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছিল।

মনোনয়ন প্রত্যাহার করে শ্যামলবাবু বলেন, 'দল যাকে মনোনীত করেছে, সেই-ই প্রার্থী। ভুল বুঝাবুঝির কারনে দিয়ে ফেলেছিলাম। পরে তুলে নিলাম। শুভজিৎ প্রার্থী হচ্ছে, তাঁর হয়ে প্রচারেও নামব।

এ বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'শ্যামল রায় আমাদের অভিভাবক। আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ডেমি হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। শ্যামল বাবুর সঙ্গে কোন ভুল বোঝাবুঝি আর নেই। উনি আজ মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই।''

পাশাপাশি বনগাঁ সংগঠনিক জেলায় যারা নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ বাবু। প্রত্যাহার করলে দল তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেবে বলে জানান। প্রসঙ্গত, শ্যামল রায় চার বারের জেলা পরিষদের সদস্য। গতবার তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের ৫ নম্বর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। সেই আসনটি এবার মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে। ফলে শ্যামলবাবু নিজের জেতা আসনে এবার দাঁড়াতে পারছেন না। তিনি অন্য কোন জায়গা থেকে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্বজিৎ দাস তাতে কর্ণপাত না করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্বজিৎ বাবুর ছেলে শুভজিৎ যে আসন থেকে দাঁড়িয়েছেন সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। তৃণমূলের অনেকেই জানিয়েছেন, বিশ্বজিৎ বাবুর সঙ্গে শ্যামল বাবুর দীর্ঘদিনের রেষারেষি সম্পর্ক। তার জেরেই এই ঘটনা।

এ বিষয়ে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া বলেন, 'নব্য তৃণমূল ও প্রাক্তন তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে বনগাঁয়। নব্য তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের ছেলের বিরুদ্ধে পুরাতন তৃণমূল শ্যামল রায় প্রার্থী হয়েছিলেন। চাপে তিনি মনোনয়ন তুলে নিয়েছেন।

বনগাঁ ব্লকের গোপালনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছবিটি তুলেছেন সোমনাথ হালদার।

গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদে পুস্তক প্রকাশ ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙা লেখক শিল্পী সংসদ এর মুখপত্র প্রতিবেশী সাহিত্য পত্রিকার অনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান হল গত ১৮ জুন। এদিন অপরাহ্নে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সভাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পত্রিকার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, ড. সুনীল বিশ্বাস, বিশিষ্ট কবি ড. অমৃতলাল বিশ্বাস, শ্রী শংকর, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. মনোজ কান্তি ঘোষ, ও গবেষণা পরিষদের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে পত্রিকা সম্পাদক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে পত্রিকা প্রকাশের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। বাসুবাবু আরোও বলেন, প্রতিবেশি পত্রিকায় যাঁরা লেখা দিয়ে ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা সকলেই আমার প্রতিবেশী আমার আপনজন।

প্রতিবেশী পত্রিকার কক্ষ থেকে গুনীজন সংবর্ধনায় এদিন দুজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী যথাক্রমে বর্ষিয়ান কলিপদ সরকার ও ড. সুনীল কুমার বিশ্বাসকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত দুই বিশিষ্টজনের জীবন, কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন গবেষণা পরিষদের কর্ণধার অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ। এদিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পত্রিকা কমিটির সহ- সম্পাদক শিক্ষিকা কল্পনা পাল, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রবীর কুমার হালদার ও কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

মতুয়ারা সুদে আসলে শিক্ষা দেবেন ঃ শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'মহিউদ্দিন মোল্লা নামে বসিরহাটের বাসিন্দা এক ব্যক্তি সৌদি আরব থেকে এবারে পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। শওকত শাহজাহানের নির্দেশে মিনাখার ভিডিও এই কাজ করেছেন। মহিউদ্দিনদের সুবাদে তৃণমূল এখন আন্তর্জাতিক পার্টি হয়ে গিয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে চটি চাটা পোষ্য বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে মীরা পান্ডে যা যা করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজিব সিনহাকেও তাই করতে হবে।

শুভেন্দু এদিন তৃণমূলকে উৎখাতের দাবি করেছেন। এই মঞ্চ থেকে এই স্লোগান তোলেন-- চোর ধরো জেলে ভরো। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, শৌচাগার নির্মাণ, নিয়োগ দুর্নীতি এসব প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বাবু বলেন, 'গোটা ব্যানার্জি পরিবারটাই চোর হয়ে গিয়েছে। ভাইপো কয়লা বালি নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত।'

সাম্প্রতিক সময় রাজ্যপালের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, আশা করব রাজ্যপাল তিনি তার ভূমিকা আরো বাড়াবেন। মুখ্য সচিব তাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমেরও এদিন সমালোচনা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, সিপিএম চিরকুটে চাকরি দিত। তৃণমূল চাকরি বিক্রি করেছে। তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকেও এদিন এক হাত নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তার কথায়, বিধানসভার ভিতরে পদ্ম, বাইরে তৃণমূলের জেলা সভাপতি। গোটা পার্টিটাই নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীতে হবে না, প্রতিটি বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী, সভা সুপার ফ্লপ। আমাদের বুথের সভাতেও এর থেকে অনেক বেশি লোক হয়। পাগলের প্রলাপ বকলেন। আমাকে নিয়েও প্রশ্ন করেছেন। আগে ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বাবা এবং ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন করুন। আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের চারজন বিরোধী দলনেতা দেখেছি। তিনজনার সাথে ওর কোন মিল নেই। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া একজন মানুষ। ওর পদত্যাগ করা উচিত।

হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

নীরেশ ভৌমিক ঃ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় বিগত ১১ই জুন,২০২৩ রবিবার তাদের নিজস্ব মহলা কেন্দ্রে নিজস্ব আঙ্গিকে উদযাপন করেন

"রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা"। সমাজ চেতনায় তথা থিয়েটার চর্চায় এদের সৃষ্টি আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক, সেটা দলের শিল্পীরা তাদের কর্মক্ষমতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সংস্থার সদস্য আশিস কুমার ঘোষ এবং মাধুরী ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

এরপর নৃত্যের মাধ্যমে এদেরকে বরণ করে নেয় শিল্পী শ্রাবণী সর্দার। এই অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রতিবেশী দল হাবড়া নান্দনিকের শিল্পীরা। আশিস কুমার ঘোষ এর সঙ্গীত এবং মাধুরী ঘোষের আবৃত্তি মনে করিয়ে দেয় আজও এরা আমাদের মাঝে বিরাজমান! দলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ তার "দুর্গম গিরি কান্তার মরু "আবৃত্তি করে সবাইকে সমাজ চেতনার কাণ্ডারী হাওয়ার আহ্বান করেন। তার বক্তব্যে তুলে ধরেন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেভাবে বেড়ে চলেছে,তাতে শিল্প চর্চার সাথে সাথে এই সব কিংবদন্তি মানুষগুলিকেও গ্রাস করবে এই প্রযুক্তি! সবাইকে সচেতন হতে পরামর্শ দেন তিনি।এরপর বিউটি সর্দার এবং চৈতী দাসের গান সবাইকে মুগ্ধ করে। হাবড়া নান্দনিকের শিল্পী প্রেমেশ্বর বারুই এর রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়

এক নূতন মাত্রা এনে দেয়। সব মিলিয়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলামের সঙ্গী এইসব শিল্পীরা! সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রাবণী সর্দার। সবশেষে থিয়েটার এর দীর্ঘায়ু কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন দিলীপবাবু।

ইমন নাট্যমেলায় সংবর্ধিত নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ সাহা

নীরেশ ভৌমিক ঃ মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ইমন মাইম সেন্টারের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সহযোগিতায় গত ১৮ জুন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ইমন নাট্যমেলা ২০২৩। এদিন সন্ধ্যায়

সংস্থা অঙ্গনের পদাতিক মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য ও গোবরডাঙা শিল্পায়ন এর কর্ণধার আশিস চ্যাটার্জী। সংস্থার সভানেত্রী দোলা রায় হাওলাদারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম এর পরিচালক ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী ও প্রদীপ সাহা প্রমুখ। আয়োজক সংস্থা ইমন মাইমের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ধীরাজ হাওলাদার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে ইমন মাইম সেন্টার ও তার পরিচালক ধীরাজ হাওলাদারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এদিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গোবরডাঙা নাবিক নাট্যমের বলিষ্ঠ অভিনেতা প্রদীপ কুমার সাহাকে ইমন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সংস্থার নৃত্যশিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ইমন মাইম সেন্টার আয়োজিত ইমন নাট্যমেলার সূচনা হয়। এদিন মোট ৪ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ইমন মাইম সেন্টার পরিবেশিত জয়ন্ত সাহার নির্দেশনায় কর্মশালায় প্রস্তুত কচিকাঁচাদের নাটক 'এক ক্ষুদ্র বন্য গপ্পো' এবং নাবিক নাট্যম প্রযোজিত ছোটদের নাটক 'তিনুর কিস্সা' সমবেত দর্শক সাধারনের মনোরঞ্জন করে। গোবরডাঙার নাট্যায়ন প্রয়োজিত মঞ্চ সফল নাটক 'রাস্তা' এবং আয়োজক ইমন-মাইম প্রযোজিত নতুন নাটক 'যুযুধান' দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। নাট্যমোদী বহু দর্শকের সমাগমে আয়োজিত এদিনের ইমন নাট্য মেলা বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ইফকোর উদ্যেগে কৃষি আলোচনা চক্র বেগমপুরে

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের অন্যতম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো- অপারোটিভ (IFFCO) এর উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর ব্লকের বেগমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ব্যবস্থাপনায় এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির সদস্য ৫৩ জন কৃষক উপস্থিত হন।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ইফকোর ফিল্ড ম্যানেজার মিঃ রীতেশ ঝা ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া সাগরিকা বায়ো ফার্টিলাইজার, প্রাকৃতিক পটাশ এবং ইফাকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ডিএপি'র কার্যকরিতা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। মিঃ ঝা সমবেত কৃষকদের সামনে ন্যানো ডিএপি তরল সারের কার্যকারিতা তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এপি তরল সার ব্যবহারের আহ্বন জানান। বেগমপুরে এদিনের কৃষক সভায় উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দুঃস্থ ছাত্রদের পাশে সুশান্ত স্যার

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ জেলার অসহায় ও দুস্থ পরিবারের কয়েকজন ছাত্র থেকে পড়াশুনো করে। স্থানীয় গাইঘাটা হাই স্কুলের বিভিন্ন শ্রেনিতে তারা পড়াশুনো করে। তাদের নিজের সন্তানের মতো দেখাশুনো করেন আশ্রমের প্রান পুরুষ অবসর প্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষক শংকর নাথ। তাঁরই পর্যবেক্ষণে আবাসিক ছাত্ররা

পড়ালেখার সাথে সাথে নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সেই সঙ্গে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ের চর্চা করে থাকে নিয়মিত। মাঝে মধ্যে শিক্ষাদরদি মানুষজন আশ্রমে এসে আবাসিক পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ান।

জলকাদায় মাখা মাখি

প্রথমপাতার পর...

করায় কোথাও কোথাও গহ্বর তৈরি হয়েছে। ফলে রাস্তায় যাতাযাতকারী মানুষজনের বিপদে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে রাস্তার ধারের পাইপ বসানোর ফলে এলেকার সাধারন মানুষজন নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন।

২১ জুন আশ্রমে আসেন চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষক ও স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব সুশান্ত বিশ্বাস। তিনি আশ্রমের সকল পড়ুয়াদের হাতে একটি করে বর্ষাতি (রেইন কোর্ট) তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বর্ষার মরশুমের শুরুতেই বর্ষাতি পেয়ে অতিশয় খুশি পড়ুয়ারা। আশ্রমের কর্ণধার শংকরবাবু জানান, বর্ষায় ছাত্রদের স্কুলে যাতায়াতে খুবই সুবিধা হবে। সুশান্ত স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শিক্ষাদরদি মানুষজন যদি এভাবে এগিয়ে আসেন, তাহলে আশ্রমের আবাসিক পড়ুয়াদের সুবিধা হবে। তারা জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারবে বলে মন্তব্য করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথ।

২১জুন বিশ্ব যোগ দিবসে যোগা প্রদর্শনী

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা বেণীমাধব উচ্চ বালিক বিদ্যালয়ের উদ্যেগে ২১ জুন বিশ্বযোগ দিবস মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এদিন প্রত্যুষে গাইঘাটা হাইস্কুল মাঠে বিভিন্ন এলেকা থেকে যোগ প্রশিক্ষনার্থীগণ যোগ দেন। বিশিষ্ট শিক্ষক ও যোগা প্রশিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্তের নেতৃত্বে বনগাঁ যোগ তীর্থের সদস্য সদস্যাগণ এদিনের যোগ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করেন। হাজার খানেক ছোট-বড় যোগা প্রশিক্ষানার্থী ও তাঁদের অভিভাবকগনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে স্কুল প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। যোগা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীগনের যোগা প্রদর্শন উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সমবেত মানুষজন যোগা প্রদর্শনকারীগনকে করতালিতে উৎসাহিত করেন। অগনিত যোগা শিক্ষার্থী সহ বহু যোগা প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতিতে এদিনের আয়োজিত যোগচর্চা ও যোগা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

সেবা ফার্মার্স সমিতির উদ্যোগে কৃষকসভা

প্রতিনিধি ঃ ১৫/০৬/২০২৩ গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির পরিচালনায় এবং

কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা (ক্রাইজ্যাফ), নীলগঞ্জ ব্যারাকপুর এর সহযোগিতায় মেদিয়া কিশোর সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল এক বৃহত্তম কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকের থেকে প্রায় এক হাজার প্রান্তিক কৃষক অংশগ্রহণ করে। অধিবেশনে কৃষিকাজ সংক্রান্ত আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে ক্রাইজ্যাফের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় অধিকারিক ও কৃষি বিজ্ঞানীর একটি দল এই দিন উপস্থিত ছিলেন।

ক্রাইজ্যাফের পক্ষ থেকে আগত কেন্দ্রীয় অধিকারিকগণের দল প্রথমে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির নিজস্ব ভবনে আসেন, সেখানে পুষ্প ও চন্দন দ্বারা তাদের বরণ করে নেন সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকারা, সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার, সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা।

ক্রাইজ্যাফ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় তিরিশ জন মহিলা তাদের হাতের তৈরি পাট জাত দ্রব্য যেমন — ব্যাগ, টেবিল ম্যাট, ওয়াল ম্যাট, ফাইল, বিভিন্ন মডেলের প্রদর্শনী করেন। কেন্দ্রীয় অধিকারিগণ এই প্রদর্শনীশালা ঘুরে দেখেন ও এই কর্মশালায় উপস্থিত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। সমিতির সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার বলেন, আগামী দিনে কয়েকটা কেন্দ্র তৈরি করা হবে, সেখানে প্রশিক্ষিত মহিলারা একযোগে কাজ করতে পারবে। মহিলাদের পক্ষ থেকে উন্নত মেশিন ও নিকট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরোধ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ। সংস্থার সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার দীপক বাবুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এরপর সভায় উপস্থিত অধিকারিকগণ একে একে তাদের বক্তব্য রাখেন। তাঁরা কৃষক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন, উন্নত কৃষি পদ্ধতি জেনে বুঝে কাজ করতে হবে। উন্নত বীজ ও উন্নত কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চাষ করতে হবে, তবেই কৃষিতে উন্নতি আসবে। আর এই ব্যাপারে ক্রাইজ্যাফ সম্পূর্ণ সাহায্য করবে।

অধ্যাপক আর.কে.ঘোষ বলেন, বর্তমানে দুই জ্বলন্ত সমস্যা আমাদের সামনে উপস্থিত। এক উষ্ণায়ন। প্রতি বছর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর প্রধান কারণ গাছ কেটে ফেলা। অপর সমস্যাটি হল ভূগর্ভস্থ জল নিঃশ্বেষ হয়ে আসছে। অধ্যাপক ঘোষ অনুরোধ করেছেন, গাছ কাটবেন না। বরং গাছ বসানো এবং জলের অপচয় বন্ধ করুন।

সম্মেলনের শেষার্ধে কয়েকজন কৃষক বন্ধুর হাতে বর্ধমানের শষ্য (বীজ) গবেষণাগারে তৈরি উন্নত স্বর্ণ ধানের বীজ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মেদিয়া কিশোর সংঘ ক্লাবের মাঠে বৃক্ষ রোপণ করেন আধিকারিকগণ।

প্রতিধ্বনির যোগ দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার সদ্যগন। এদিন অপরাহ্নে সংস্থার মহড়া কক্ষে প্রতিধ্বনির যোগা শিক্ষা কেন্দ্রের ছোট ছোট সদস্যগণ যোগচর্চা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রতিধ্বনির সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস জানান, যোগ প্রশিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্তের পরিচালনায় সদস্যগণ যোগ প্রদর্শন করে। ছোট ছোট যোগ শিক্ষার্থীদের আকর্ষনীয় যোগা প্রদর্শনী উপস্থিত অভিভাবক সহ সমবেত মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে। যোগ চর্চা ও প্রদর্শনীকে ঘিরে সংস্থার সকল সদস্যগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ চোখে পড়ে।

অন্যদিকে, এদিন চাঁপড়ার গীতা জয়ন্তী প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ বিশ্বযোগ দিবস পালনে অংশ গ্রহন করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নীহার বিশ্বাসের নেতৃত্বে ধর্মপ্রাণ প্রবীণ সদস্য সদস্যাগণও যোগ চর্চা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেন।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

- আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
- আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
- পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
- আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
- পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
- সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
- কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন ওই নম্বরে।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে উভয়ের জন্য)।
- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারিগররা পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

- বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
- এছাড়াও সমস্ত রকমের কন্ট্রাক্ট লেন্সের সুব্যবস্থা আছে।
- আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে।
- আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
- আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।
- চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন
  আমাদের ফোন নং ৮৯৬৭০২৮১০৬

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Propritor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**